ISSN: 2790-2668

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

GRAPHIC DESIGN JOURNAL

বর্ষ ০১ সংখ্যা ০১ ডিসেম্বর ২০২১
Year 01 Issue 01 December 2021

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ · ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল বর্ষ ০১ সংখ্যা ০১ ডিসেম্বর ২০২১

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

বর্ষ ০১ . সংখ্যা ০১ . ডিসেম্বর ২০২১
Year 01. Issue 01. December 2021

সম্পাদক
মামুন কায়সার

সহকারী সম্পাদক
মো. মাকসুদুর রহমান
রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
প্রকাশকাল : ২৯ ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক
অধ্যাপক মামুন কায়সার

প্রকাশক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক:

প্রচ্ছদ : মো. মাকসুদুর রহমান
অঙ্গসজ্জা : ফারজানা আহমেদ

মূল্য : ২৫০ টাকা
USD : 10.00

ISSN : 2790-2668

Graphic Design Journal edited by Professor Mamun Kaiser. Published by Department of Graphic Design, Faculty of Fine Art, University of Dhaka Dhaka-1000, Bangladesh Ph: PABX No 9661920-73 Extn. 8588, 8589 Email: graphicdesign@du.ac.bd

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

অধ্যাপক মামুন কায়সার
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

মো: ইসরাফিল পাং
চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: মাকসুদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Editorial Committee

Editor

Professor Mamun Kaiser
Department of Graphic Design
Universtiy of Dhaka

Members

Md. Israfil Pk.
Chairman & Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

Md. Maksudur Rahman
Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

Reza Asad Al Huda Anupam
Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

এ জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কোনো তথ্য, অভিমত বা মন্তব্যের জন্য সম্পাদনা পরিষদ দায়ী নয়। এ-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব একান্তই লেখকের।

সূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রসঙ্গ মনোগ্রাম
রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম ০১

দৈনিক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ
অলংকরণ: স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (১৯৭২-২০০০)
ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার ১৬

শিশুর মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা
অভ্রত রীতি ৫৬

বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদসৃজনে
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কনশৈলী
ড. মলয় বালা ৭৭

বিজ্ঞাপন প্রচারে গ্রাফিক ডিজাইনের নান্দনিকতা
ড. সীমা ইসলাম ৮৮

সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগজে মুদ্রা
নকশা পর্যালোচনা
ড. ফারজানা আহমেদ ১০২

কাগজের কারুশিল্প
মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন ১৩৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রসঙ্গ মনোগ্রাম

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম*

সারসংক্ষেপ : মনোগ্রাম যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিহ্নায়ক এর মনোগ্রাম। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু একটি বিদ্যায়তন নয়, এটি একটি জনপদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উত্থান ও বিবর্তনের ১০০ বছরের সাক্ষী। এ সাক্ষ্যের প্রামাণ্য উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে এর মনোগ্রামের মাঝেও; যা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান হয় প্রণীত হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনবার এই মনোগ্রামের রূপ-নকশা পরিবর্তনের ফলে। সময়ের সাথে সাথে এই নকশার পরিবর্তিত রূপ এবং এর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট মূলত এখানে আলোচ্য বিষয়। এছাড়া চিত্রানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে এই সকল মনোগ্রামে চিত্রিত বহুবিধ চিহ্নরূপী উপাদান যেমন-রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর ইত্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

ভূমিকা

বাঙালি জাতির ইতিহাস ও সংগ্রামের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বাঙালি জাতিরই ইতিহাস। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে তা আমাদের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা ও জীবনধারার মানোন্নয়নে সর্বজনীন স্বীকৃতি

* সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মনোগ্রামের বিভিন্ন পরিভাষাও রয়েছে, যেমন : সিল, প্রতীক (Emblem), লোগো, ক্রেস্ট, শিল্ড, ইনসিগনিয়া ইত্যাদি।

কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের নমুনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এম. এ. রহিম-এর *The History of The University of Dacca* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ থেকে জানা যায়- ১৯২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (বর্তমান সিন্ডিকেট)-এর প্রথম সভাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিল বা মনোগ্রাম তৈরি করার বিষয়টি বিবেচিত হয় এবং কাউন্সিল একটি প্রস্তাব দ্বারা উপযুক্ত লিপিসহ মনোগ্রাম তৈরির জন্য উপাচার্য মহোদয়কে নির্দেশ দেয়ার অনুমতি দেয়। উক্ত সভাতেই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশে 'Truth Shall Prevail' কথাটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গ্রহণ করে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র (Motto) হিসেবে গৃহীত হয়। এই মনোগ্রাম বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট ২০২০-এর ধারা ৩ (২)-এ উল্লেখ আছে- "The University shall have perpetual succession and common seal" (সূত্র : রহিম, ১৯৮১ : ২১)।

১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৬১ সালে তিন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত
শিক্ষা সনদে ব্যবহৃত দুটি মনোগ্রাম

দৈনিক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (১৯৭২-২০০০)

ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার*

সারসংক্ষেপ : সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জার্মানিতে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই পত্রিকা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, মাসিক থেকে পাক্ষিক, পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক এবং এক পর্যায়ে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। পত্রিকা প্রকাশের শুরুতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য না থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়। শুরুতে সাদামাটা ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নতি ও সহজলভ্যতা পত্রিকার সাদামাটা চেহারার পরিবর্তে নান্দনিকতায় ভরে ওঠে; যোগ হয় ইলাস্ট্রেশন ও ছবি। পত্রিকার চাহিদা যত বাড়ছে, অঙ্গসৌষ্ঠবও তেমনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পর্যায়ে মূল পত্রিকার বাইরে বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে, যাকে ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা বলা হয়। এই ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদটি নানা রকম অলংকরণে শোভিত থাকে। প্রচ্ছদটি বরাবরই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কোনো বিখ্যাত শিল্পী বা নিয়োগপ্রাপ্ত ডিজাইনারকে দিয়ে আঁকানো হয়। কখনো প্রচ্ছদশিল্পীর নাম প্রচ্ছদপটে উল্লেখ থাকে, কখনো থাকে না। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র যেমন-দৈনিক 'সংবাদ, দৈনিক 'ইত্তেফাক', দৈনিক 'বাংলার বাণী', দৈনিক বাংলা' ও দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদপটের অলংকরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকাই বিশেষ সংখ্যা

---

* অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫১ সালের ১৭ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) খায়রুল কবিরের সম্পাদনায় এবং নাসিরউদ্দিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় দৈনিক 'সংবাদ' প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[১৮] ৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল ২ আনা। ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞার সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' প্রকাশিত হতে শুরু করে। এবং ১৯৫৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। হাসান হাফিজুর রহমান ও শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭০ সালের ১১ই জানুয়ারি 'সাপ্তাহিক বাংলার বাণী' প্রকাশ শুরু করেন এবং দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে দৈনিক 'বাংলার বাণী' নামে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকাটির পূর্ব নাম ছিল 'দৈনিক পাকিস্তান', ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পরে 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলো স্বাধীনতা দিবসে কেমন ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল তা নিম্নে দশক অনুযায়ী আলোচনা করা হলো।

চিত্র-৬
দৈনিক 'আজাদ' (১৯৭২)
শিল্পী : রণজিত নিয়োগী

চিত্র-৭
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৭২)

[১৮] https://bn.wikipedia.org/বিশ্বকোষ/দৈনিক সংবাদ, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

শিশুর মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা

ভদ্রেশ্ব রীটা*

সারসংক্ষেপ : শিশুরা চিত্রের মাধ্যমে অজানা বিষয়বস্তুকে চিনতে ও ধারণ করতে শেখে। একারণে শিশুকে কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে লিখিত বর্ণনার চাইতে রঙিন চিত্র বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে শিশুর জ্ঞান আহরণ তথা মেধা বিকাশে একটি অনন্য ও কার্যকর মাধ্যম হলো ইলাস্ট্রেশন। এর মাধ্যমে খুব দ্রুত শিশুর মনোজগতে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিরস্থায়ী ছাপ তৈরি হয়। ফলে বিষয়টি সে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে গভীর আনন্দও লাভ করে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণ তাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয় এবং সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও মননশীল হিসেবে গড়ে তোলে। ইলাস্ট্রেশন শিশুর এই জ্ঞান লাভ তথা মেধা বিকাশে কীভাবে সহায়তা করে, বর্তমান আলোচনায় মূলত সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই কৌতূহলপ্রবণ। একটি শিশু জন্মের পর থেকে নানারকম কৌতূহল মেটানোর বাসনা নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে বড় হয়। যতই সে বড় হয়, তার অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। শিশু তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ বিষয়ে শিশুর দৃষ্টিশক্তির ভূমিকা সম্ভবত সবচেয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগে 'illuminated manuscript' নামে পরিচিত ধর্মীয় পাণ্ডুলিপিতে অংকিত ইলাস্ট্রেশন

পালযুগে পুঁথিতে অংকিত একটি ইলাস্ট্রেশন

রামচাঁদ রায় অংকিত 'অন্নদামঙ্গল' বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

'পাফিন বুকস' সিরিজের একটি বইয়ের পৃষ্ঠার ইলাস্ট্রেশন

১৮ শতকে রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো' বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'ঠাকুমার ঝুলি' বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

'আবোল তাবোল'-বইয়ে উপস্থাপিত শিল্পী সুকুমার রায় অংকিত 'ট্যাশ্ গরু' এবং 'খুড়োর কল' নামের দু'টি ছড়ার ইলাস্ট্রেশন

বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদসৃজনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কনশৈলী

ড. মলয় বালা*

সারসংক্ষেপ : প্রচ্ছদ অঙ্কনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪) কিংবদন্তিতুল্য। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন। অধিকাংশ গ্রন্থের প্রচ্ছদেই তাঁর হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। যা প্রতিকৃতিপ্রধান চিত্রকলা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক-গবেষকদের বৈচিত্র্যময় বিষয় বর্ণনার সঙ্গে সুসংগতিপূর্ণ আবক্ষ প্রতিকৃতি, নিজস্ব ঢঙের ক্যালিগ্রাফি, নকশা ও রং বিন্যাসে স্বতন্ত্র ভঙ্গি তাঁর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদকে দিয়েছে অনন্য শিল্পমাত্রা। এযাবৎকালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুবিষয়ক দুই হাজারেরও অধিক গ্রন্থের মধ্যে তাঁর করা প্রচ্ছদ মৌলিকতা ও নান্দনিকতায় অনন্য। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে রেখে বাঙালির জাতিসত্তা, আত্মপরিচয়, জেগে ওঠার শক্তি তিনি সর্বজনীন করেছেন এবং প্রচ্ছদের ছদ্মবেশে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলা পৌঁছে গেছে আমজনতার কাছে।

এ দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী এবং প্রচ্ছদ শিল্পের কিংবদন্তি নাম কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪)। প্রকাশনা জগতে প্রচ্ছদ, সচিত্রকরণ, অলংকরণ, নামলিপি, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি শিল্পকর্মে তিনি ছিলেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রিক। পঞ্চাশের দশকে জ্যামিতিক রূপবন্ধে দেশজ মোটিফের ব্যবহারে সমকালীন চিত্রজগতে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব পরিচয়।[১] 'প্রচ্ছদশিল্পের নকশাগুণ এসেছে তাঁর চিত্রশিল্পে আবার চিত্রশিল্পের চিত্রগুণ সমৃদ্ধ করেছে তাঁর প্রচ্ছদশিল্পকে।'[২] জীবদ্দশায় ছয় দশকের অধিককাল তিনি প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পকে বিপুল ও বিচিত্রভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।[৩] অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি দাপটের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।[৪] আশি-উর্ধ্ব বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বত্রগামী, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, জাতির কুলপতি, ভরসার জায়গা।[৫]

* অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ কিংবা চিত্রাঙ্কনে কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন সত্যিকারের সাধক। শিল্পকে সাধনার মতোই দেখতেন। সফলভাবে প্রতিটি প্রচ্ছদ করার জন্য যত্নের ঘাটতি ছিল না। বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর কাজের প্রক্রিয়া হদিস করলে। কারণ প্রতিটা কাজের জন্যই তিনি একাধিক লে-আউট করে নিতেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি করার জন্য তিনি কালি-তুলিতে একাধিক লে-আউট করে নিতেন। তারপর সেখান থেকে নির্বাচিত প্রতিকৃতি প্রচ্ছদের রূপকল্পনা অনুযায়ী ছাপা উপযোগী রঙে প্রস্তুত করে নিতেন।[৮৮] উল্লেখ্য শিল্পীপুত্র মইনুল ইসলাম জাবের খুব কাছে থেকে এসব প্রতিকৃতি অঙ্কন দেখেছেন এবং অনেকগুলো লে-আউট তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ছোটো আকৃতির এসব লে-আউট প্রচ্ছদে কিছু নোটও লেখা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থের[৮৯] প্রচ্ছদ (চিত্র-৬) ও মইনুল ইসলাম জাবেরের সংগ্রহের লে-আউট (চিত্র-৭) পাশাপাশি রেখে দেখলে

চিত্র-৫ : মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৬ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৭ : কালি-তুলিতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি (লে-আউট)

বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু একাধারে বহুধা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কখনো আপসহীন রাজনীতিবিদ, কখনো বলিষ্ঠ নেতা, কখনো নেতৃত্বের জাদুকর, কখনো অতি সাধারণ মানুষ, কারো ভাই, কারো পিতা। সুতরাং লেখক-গবেষকগণ অসংখ্য

বিজ্ঞাপন প্রচারে গ্রাফিক ডিজাইনের নান্দনিকতা

ড. সীমা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ : বিজ্ঞাপন বলতে আধুনিক কালের একটি বহুল ব্যবহৃত বিপণন কৌশল যার মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যের গুণাবলী ও পণ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভোক্তাদের অবহিত করা। বিজ্ঞাপন একটি নিপুণ শিল্পশৈলী। সাধারণ অর্থে পণ্যদ্রব্যের পরিচিতি ও বেচাকেনার জন্য খরিদদারদের আকর্ষণ করার ব্যবসায়িক কৌশল বা আর্ট। ক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্য সম্পর্কে পণ্যের গুণাগুণ জানানো এবং পণ্য কেনার জন্য প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা জায়গায় ছাপানো বা প্রচার মাধ্যমে সংবাদ ছড়ানোর নাম বিজ্ঞাপন। তার শুরু হতে পারে দেয়াললিখন, হ্যান্ডবিল ও পোস্টারের মাধ্যমে। একবিংশ শতাব্দীতে ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিশেষ করে ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে বিজ্ঞাপনের নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার ফলে অকল্পনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মধ্যে গ্রাফিক ডিজাইন অন্যতম। সৃষ্টিশীল মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞাপনের যে নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ হয়েছে তা গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমেই। গ্রাফিক ডিজাইন পণ্য প্রচারের সম্ভাবনা ও পণ্যের প্রয়োগ যোগ্যতা নান্দনিকতার দিক দিয়ে অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ভোক্তার চাহিদা, রুচি ও প্রয়োজনীয় পণ্যটিকে বাজারে টিকিয়ে রাখার জন্য পণ্যের যৌক্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে পণ্যটিকে উপস্থাপন করা হয়। মডেল ও পণ্যের সমন্বয়ে প্রথাগত নির্মাণ উপকরণ সাধারণ মানুষকে সৃজনশীল রূপরেখায় সুন্দরভাবে পরিচালিত করছে। বিজ্ঞাপনে নানা পণ্যের দৃশ্যে বা টিভিসিতে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সৌন্দর্যের উপস্থাপন। গ্রাফিক ডিজাইনের নির্মাণ সুবিধায় বিজ্ঞাপনের ফাইনাল আউটপুট থেকে ফাইনালাইজড করার পূর্বে ভিজুয়েলাইজেশন, মডিফিকেশন ইত্যাদি করার

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিম্নে কয়েকটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংযোজন করা হলো :

চিত্র : ১

চিত্র : ২

চিত্র : ৩

এই বিজ্ঞাপন (চিত্র : ১, ২, ৩) চিত্রের ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনে কার্যকর ও নান্দনিক মাধ্যমটিই হলো গ্রাফিক ডিজাইন। বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি পরিবর্তনে ছোঁয়া লেগেছে প্রায় সব জায়গায় বিশেষ করে বিভিন্ন চ্যানেলে। গ্রাফিক ডিজাইন বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশনের উপস্থাপকের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও মিডিয়ার বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে (মুভি ক্লিপ) হিসেবে ব্যবহৃত হয় গ্রাফিক ডিজাইন। এমনকি সিনেমার স্পেশাল ইফেক্টের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে চলমান বা স্থির ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরিতে গ্রাফিক ডিজাইনের কোনো বিকল্প নেই। আমরা যে খবরের পেছনে সুন্দর সুন্দর এনিমেশনগুলো দেখি তা গ্রাফিক ডিজাইনের কল্যাণে। টেলিভিশনের যেকোনো অনুষ্ঠানের সেট তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড। সকল পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন নান্দনিক কৌশল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের পর হতে শুরু করে উক্ত পণ্য বিলীন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রচার কিংবা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন রয়েছে। পণ্য প্রচারের জন্য ফটোগ্রাফির মান উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞাপন আর প্রচার কাজের ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ওপর পণ্যের বিজ্ঞাপনগুলো বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিগত ৫০ বছর ধরে পণ্য প্রচারে প্রযুক্তি-নির্ভর গ্রাফিক ডিজাইন বেশ উন্নতি সাধন করে আসছে। সংযোজিত পত্রিকা বিজ্ঞাপনটির মাধ্যমে সহজে অনুমেয় হবে (চিত্র : ৪)।

সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রা : নকশা পর্যালোচনা

ড. ফারজানা আহমেদ*

সারসংক্ষেপ : ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই একই বছরে বাংলাদেশে প্রথম কোম্পানির নোট চালু করে। সেই থেকেই এদেশে যাত্রা শুরু হলো নিজস্ব কাগুজে মুদ্রা, যা টাকা নামে পরিচিত। এই কাগুজে মুদ্রার সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান অব্দি নানা রকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নকশার বৈচিত্র্যতায় তা কেমন ছিল, কী কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব অন্বেষণ এই প্রবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রার নকশা বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা আলোকপাত করার ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধটি ভূমিকা রাখবে।

ভূমিকা

কবে থেকে এবং কখন কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় তার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। পেশাভিত্তিক সমাজে মানব সভ্যতার ইতিহাসের উষালগ্নে ছিল বিনিময় প্রথা। যা ছিল লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। ধারণা করা হয়, অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশরা কাগজের মুদ্রা ব্যবহার শুরু করে। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্যাংক অব বেঙ্গল ভারতবর্ষে প্রথম দুইশত পঞ্চাশ সিক্কা রুপি নোট প্রকাশ করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশ থেকে চলে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং পাকিস্তানের একটি

---

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের মহারাষ্ট্রের NASIK-সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে এ নোট।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল নোটটি জাল হবার কারণে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

চিত্র ৩ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ভারত থেকে মুদ্রিত নোটের সম্মুখ দিকে রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। মুদ্রার সজ্জায় Guilloche pattern এ অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের ম্যাপ রয়েছে। বিপরীত পৃষ্ঠে কিছু ফ্লোরাল সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের যা Guilloche pattern নামে পরিচিত তার সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। বাংলায় কথায় 'দশ টাকা' এবং ইংরেজিতে 'Ten Taka' লেখা সংবলিত নোটটিতে রয়েছে নান্দনিকতা। কারণ, ডিজাইনিকরূপে যথার্থ।

কাগজের কারুশিল্প

মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন*

সারসংক্ষেপ : শিল্পচর্চা নদী ও সাগরের স্রোতধারার মতোই। যে কোনো বিষয়ে এই শিল্পচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মাধ্যম। বর্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কারুশিল্প চর্চার মাধ্যম হলো কাগজ। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে এটা অন্যতম। কাগজের কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এদেশে তেমন কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি। এই কাগজের কারুশিল্প সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত এর বিবর্তন, মোটিফ, শিল্পসৌকর্য, ব্যবহার উপযোগিতা, করণকৌশল ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এদেশের জনগণের উৎসবপ্রিয়তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এ অঞ্চলের কাগজের কারুশিল্পগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে, তা প্রমাণিত হয়েছে।

সেই আদিম যাযাবর জীবন থেকে আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে কারুশিল্পের নানান জিনিস, সামগ্রীর সম্মিলন ঘটেছে। এইসব কারুশিল্পকে নতুন নতুন মাধ্যমের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মাধ্যম হিসেবে কাগজও যুক্ত হয়েছে কারুশিল্প নির্মাণে। অবশ্য কাগজ নিজেও একটি কারুশিল্প সামগ্রী। কাগজ হলো একটি সেলাইবিহীন Non woven বস্তু। যা মূলত গাছের কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত হয়। প্রধানত কাঠ, বাঁশ, ঘাস, পুরোনো কাগজ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি কাগজ তৈরির উপাদান। লিখবার ধারণা থেকে মানুষ কাগজ ব্যবহার করে। পরে ছবি আঁকার জন্য অথবা কোনো কিছু মোড়ানোর জন্য ব্যবহার হয়। এখন সাদাসহ রংবেরঙের কাগজ তৈরি হলেও প্রথম দিকে শুধু সাদা কাগজ তৈরি হত (হোসেন, ২০১৯ : ৮)।

প্রথম কাগজ তৈরির প্রসেস লিপিবদ্ধ হয় চীন দেশে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫-২২০ সালে ইস্টার্ন হান-এর আমলে (হোসেন, ২০১৯: ৮)। কাগজ হচ্ছে ফারসি শব্দ। কাগজের ইংরেজি শব্দ 'Paper' প্যাপিরাস শব্দ থেকে এসেছে। প্যাপিরাস গাছের বাকল থেকে এই

* সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক আবেগীয় ঘটনা। কাগজ বা কাগজের মণ্ড দিয়ে কখনো হাতে, কখনো ছাঁচে ঐতিহ্যবাহী কায়দায় পুতুল তৈরি হয়। কোনো কোনো পুতুলকে নানা রঙে চিত্রিত করা হয়। কাগজের মণ্ড ছাড়াও নানা রকমের কাগজ দিয়েও পুতুল তৈরি হয়। "পুতুল কখনো মানুষের আকৃতি, কখনো পশু পাখির আকৃতি বা কখনো পাড়ি, পালকি, নৌকা প্রভৃতি ফিগারে প্রস্তুত হয়" (সিরাজুদ্দিন, ১৯৮৫ : ৫৮)।

কাগজের কোলাজ

একটি ছবি বা কাগজের কারুশিল্প তৈরিতে নানা ধরনের ও নানা রঙের কাগজ, কাগজের ক্লিপিং, কাগজের টুকরা, ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এইসব কাগজ দিয়ে একটি ছবি বা কাগজের কারুশিল্প তৈরির জন্য কোলাজ[৩]- এর একটা রূপকে বোঝাতে 'পাপিয়ের কোলে'[৩] শব্দটি ব্যবহার করা হয়। দশম শতাব্দীতে চীনে এ ধরনের আবিষ্কারকে জনপ্রিয় বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল (আইচ, ২০০৯ : ২৬৫)। কোলাজের কৌশলগুলো ২০০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনে কাগজ আবিষ্কারের সময় প্রথম দেখা যায়। কোলাজের ব্যবহার দশম শতাব্দী পর্যন্ত জাপানে খুব সীমিত পর্যায়ে বিশেষ করে হস্তলিপি শিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কোলাজের প্রচলন হয় (রহমান, ২০০৯:৬১)। ফরাসি শব্দ Coller থেকে কোলাজ শব্দের উৎপত্তি। কাগজের কোলাজ হলো কাগজ টুকরো ক্যানভাস বা অন্য কোনো ধারকে আঠা দিয়ে লাগানোর মাধ্যমে কোনো ছবি বা শিল্পকর্মকে প্রকাশ ও কিছু তৈরি করা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এটি চারু ও কারুশিল্পে একটি বিপ্লবের মতো ছিল। কাগজের কোলাজ আধুনিক শিল্পকলায় একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

খাম, ঠোঙা, ব্যাগ, প্যাকেট

খাম, ঠোঙা, ব্যাগ, প্যাকেট নিত্য ব্যবহার্য অনুষঙ্গ। যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দোকান থেকে নানান রকম জিনিস ক্রয় করা হয়। দোকানিরা এসব ক্রয়কৃত জিনিস কাগজের ব্যাগ কিংবা ঠোঙায় দিয়ে থাকে। ব্যাগ, ঠোঙা ও প্যাকেট বিভিন্ন সাইজের হয়। যেমন কম জিনিসের জন্য ছোটো ব্যাগ বা ঠোঙা, আবার বেশি জিনিসের জন্য বড়ো ব্যাগ বা ঠোঙা। এগুলো বিভিন্ন মনোরম রঙে হয়। কখনো কখনো এগুলোর গায়ে চিত্রিত করা হয়। চিঠিপত্র কিংবা দরকারি কাগজপত্র কোথাও পাঠাতে ব্যবহার করা হয় খাম। এগুলোও বিভিন্ন আকার ও রঙের হয়ে থাকে। প্যাকেটের ক্ষেত্রেও ঔষধের প্যাকেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকের কাগজের প্যাকেট তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে আর্ট কার্ড বা কিছুটা মোটা কাগজ ব্যবহার করা হয়। এগুলো করতে অনেকটা হাতের পাশাপাশি যন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এর জমিনে হাতে, স্ক্রিন প্রিন্টে বা প্রিন্টিং প্রেসের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলো স্ব-স্ব